রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৮ সনের ২১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৪, ২০১৮

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৯—২৬৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬২৫—৬৪৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬১—৪৭৬
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ (১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৪/২৮ মার্চ ২০১৮

নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৩.২০১৫-১৪৯—জনাব বিপুল চন্দ্র রায় (পরিচিতি নং-৩৪৮১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তিনি অনির্বাণ হোল্ডিং লিঃ কোম্পানিতে বিধি বহির্ভূতভাবে তার নামে, তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের নামে বেশ কয়েকটি প্লট ক্রয় করেছেন এবং উক্ত কোম্পানিতে প্লট শেয়ারে কেনার জন্য ৪০/৫০ জন সদস্য সংগ্রহ করে তাদের নিকট হতে ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা নিয়ে জমা না দিয়ে তিনি ও তার স্ত্রী তসরূপ করেছেন। তিনি বিভিন্ন ডেভেলপার সংস্থা হতে নামে-বেনামে অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান, শ্যালক, ভাগ্নে, শ্বশুর ও শ্বাশুরির নামে বেশ কিছু প্লট ও ফ্ল্যাট অবৈধভাবে ক্রয় করেছেন। তিনি টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার থাকা অবস্থায় সেখানকার পরিচিতিজন, তার ও তার স্ত্রীর আত্মীয় পরিজনদের নিকট হতে ALICO-এর ইন্সুরেন্স স্কিমের কিস্তির টাকা নিয়ে কোনো রশিদ না দিয়ে তার স্ত্রী মাধবী হালদারের মাধ্যমে গ্রহণ করে তসরূপ করেছেন। তিনি উপসচিব হয়েও সচিব পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রী ও অন্যান্য সহযোগীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় নানাবিধ অনৈতিক প্রক্রিয়ায় অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১০ ও ১১ লঙ্ঘন করে তার স্ত্রীকে দিয়ে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন ও চেক প্রদান করেছেন। এছাড়া তিনি প্রতারণার কারণে ঢাকার সিএমএম আদালত-১০ এর সিআর-৩৫৬/২০১২ নং মামলায় জেল হাজতে আটক ছিলেন;

যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদারণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তার বিরুদ্ধে একই বিধিমালার বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদচারণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় জনাব বিপুল চন্দ্র রায় ৯-২-২০১৫ তারিখে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ০৫-০৪-২০১৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। গত ১৩-০৫-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। জনাব বিপুল চন্দ্র রায়-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের জন্য মামলা চলার মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (পরিচিতি নং-৩৪৭৬), প্রাক্তন মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা বর্তমানে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব বিপুল চন্দ্র রায়-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব বিপুল চন্দ্র রায়-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু,জনাব বিপুল চন্দ্র রায় (পরিচিতি নং-৩৪৮১), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুসারে তাকে "০৩(তিন)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জিভূতহারে স্থগিত রাখার (Withholding of three yearly increments for three years from next increment date curmulatively)" **লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোন বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।**

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৪/১১ এপ্রিল ২০১৮

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৫৮.১৫-৩২—অর্থ বিভাগের ১৮-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০৫৮.১৫-৮০ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর এসআই/সার্জেন্ট/টিএসআই এবং তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের চাকরির বয়স ভিত্তিক ঝুঁকিভাতার হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা নিরসনকল্পে সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে :

"ঝুঁকিভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নপদ হতে উচ্চ পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলে মোট চাকরিকাল গণনা করে পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে ঝুঁকিভাতা প্রাপ্য হবেন।"

২। ২৩-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৮২ নং প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। এ আদেশ ০১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লায়লা মুন্‌তাজেরী দীনা
উপসচিব।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৪/১২ এপ্রিল ২০১৮

নং ০৯.০০.০০০০.১২৪.২৪.০০১.১৮-৮৩—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য "BAN (50161-003): Rupsha 800 MW Combined Cycle Power Plant Project"-শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লোন নেগোসিয়েশনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো।

(ক)	জনাব মুহাঃ আলকামা সিদ্দিকী	অতিরিক্ত সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	দলনেতা
(খ)	জনাব মোঃ মইনুল কবির	যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ তৌহিদ হাসানাত খান	পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা	সদস্য
(ঘ)	জনাব মোঃ হাসানুল মতিন	উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	ড. শাহ্ মোঃ হেলাল উদ্দীন	উপ-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(চ)	ড. মুহা. মুনিরুজ্জামান	উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
(ছ)	ড. রনজিৎ কুমার সরকার	পরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
(জ)	জনাব মোহাম্মদ তারিফুল বারী	সিনিয়র সহকারী প্রধান (বিদ্যুৎ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
(ঝ)	জনাব মুশতাক আহমদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)	সদস্য
(ঞ)	জনাব প্রনব কুমার রায়	প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)	সদস্য
(ট)	জনাব মোঃ মাসুদুল ইসলাম	মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ), নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল)	সদস্য
(ঠ)	জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া	উপসচিব (এডিবি-৪), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য

২। **নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থান :**

তারিখ	সময়	স্থান
১৯ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ	সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। উপরে বর্ণিত লোন নেগোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ০৩ এপ্রিল ২০১৮

নং বিচার-৭/২এন-৪৫/২০১৩-২১১—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব রনজিৎ চন্দ্র মহন্ত, পিতা-মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র মহন্ত, মাতা-দ্রৌপদী রানী মহন্ত, গ্রাম-ডাবরা, ডাকঘর-শঠিবাড়ী, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৫৮/৮৬-২১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব তাসাদ্দাক আমিন, পিতা-মৃত রুহুল আমিন আখন্দ, মাতা-কহিনুর আমিন, গ্রাম-তাড়াশ, ডাকঘর-তাড়াশ, উপজেলা-তাড়াশ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা ০৬নং তাড়াশ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ: ৪ এপ্রিল ২০১৮

নং বিচার-৭/২এন-৩৫/২০১৩-২১৭—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব বিজয় কুমার মন্ডল, পিতা-শ্যাম লাল মন্ডল, মাতা-সুরোবালা মন্ডল, গ্রাম-চরশ্যামাইল, ডাকঘর-বরহামগঞ্জ, উপজেলা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৪/১২ এপ্রিল ২০১৮

নং ২৮.০০.০০০০.০১৩.০২৮.১৭-১৫-১৩২—জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বরিশাল বিভাগীয় সদরে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের একটি শাখা অফিস খোলার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

২। এই শাখা অফিসটি চালু করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত লোকবল/অফিস সরঞ্জামাদি অনুমোদিত হয়েছে :

(ক)	লোকবল		
	গেজেটেড		
	(০১)	বিস্ফোরক পরিদর্শক	= ০১(এক)জন
	(০২)	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	= ০২(দুই)জন
		মোট=	০৩(তিন)জন
	নন-গেজেটেড		
	(০১)	কারিগরি সহকারী	= ০১(এক)জন
	(০২)	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	= ০১(এক)জন
	(০৩)	অফিস সহায়ক	= ০১(এক)জন
	(০৪)	গার্ড	= ০১(এক)জন
		মোট=	০৪(চার)জন
(খ)	অফিস সরঞ্জামাদি		
	(০১)	কম্পিউটার	= ০২(দুই)টি
	(০২)	প্রিন্টার	= ০২(দুই)টি
	(০৩)	প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র	

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু জুবাইর হোসেন বাবলু
যুগ্মসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৪/১১ এপ্রিল ২০১৮

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০১৫.২০১৫-১৪৭—যেহেতু, জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় ০২-১১-২০০৮ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপককে খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৬৫৭), উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৩-০১-২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিসেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী অভিযুক্তকে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (সি) অনুযায়ী "ডিজারশন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হয়।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-১ অধিশাখা

অফিস আদেশাবলি

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪২৪/৭ মার্চ ২০১৮

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৭.১৫.০০৪.১৭(অংশ-৪)/৬০—প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ এর ৬ ধারার অধীনে প্রণীত অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (চাকরি শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা ২০১৩ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত কর্তৃত্ববলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯-২-২০১৫ ইং তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.১৪.০১.২০১৫-৬৭ নং প্রজ্ঞাপনের চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৯নং ক্রমিকের নিম্নবর্ণিত বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ

করা হয়। বিদ্যালয়টি বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় একই স্থানে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় কেন্দ্রিয় টাস্কফোর্স কমিটির ২৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

চট্টগ্রাম বিভাগ:

গেজেটের ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বিদ্যালয়ের নাম
৬৯	কক্সবাজার	চকরিয়া	পালাকাটা ইউনিভার্সেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৭.১৫.০০৪.১৭(অংশ-৪)/৬১—প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ এর ৬ ধারার অধীনে প্রণীত অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (চাকরির শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা ২০১৩ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত কর্তৃত্ববলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯-২-২০১৫ ইং তারিখের ৩৮.০০৭.০১৫.০০০.১৪.০১.২০১৫-৬৭ নং প্রজ্ঞাপনের চট্টগ্রাম বিভাগের ৭২নং ক্রমিকের নিম্নবর্ণিত বিদ্যালয়টি ২য় ধাপে অধিগ্রহণ হওয়ায় কেন্দ্রিয় টাস্কফোর্স কমিটির ২৪তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যালয়টির ৩য় ধাপের সরকারিকরণের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

চট্টগ্রাম বিভাগ:

গেজেটের ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বিদ্যালয়ের নাম
৭২	বান্দরবান	লামা	কলিঙ্গাবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পুলক রঞ্জন সাহা
যুগ্মসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৪/৮ এপ্রিল ২০১৮

নং স্বাপকম/স্বাঃসেঃবিঃ/ঔঃপ্রঃ-১/ঔষধ-৪১/১১/২০০৮-৭৮—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ০১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/ঔষধ-২/২০০২/২১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি (বিডিএনএফ) ৫ম সংস্করণ প্রণয়ন, প্রকাশনা ও হালনাগাদ করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়কে পৃষ্ঠপোষক করে **"প্রণয়ন কমিটি"** নিম্নরূপভাবে গঠন করা হল :

চেয়ারম্যান

১। অধ্যাপক কনক কান্তি বড়ুয়া, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্যবৃন্দ

২। মেজর জেনারেল মোঃ আবদুল আলী মিয়া, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান জেনারেল, বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসেস, ঢাকা

৩। অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৪। অধ্যাপক এ কে এম নুরুল আনোয়ার, সাবেক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

৫। অধ্যাপক এ বি এম ফারুক, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রযুক্তি বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৬। অধ্যাপক রশীদ-ই-মাহবুব, সাবেক সভাপতি, বিএমএ, ঢাকা

৭। ডীন, সার্জারী অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা

৮। অধ্যাপক এ এফ এম সাইফুল ইসলাম, ফার্মাকোলজি বিভাগ, এক্স-ডাইরেক্টর, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন

৯। ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১০। অধ্যাপক সানিয়া তাহমিনা, পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং লাইন ডিরেক্টর, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১১। ড. ফেরদৌসী কাদরী, ইমিরেটাস সাইন্টিষ্ট এন্ড এ্যাক্টিং সিনিয়র ডিরেক্টর (আইডিডি) আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা

১২। সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন

১৩। সভাপতি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস্ সোসাইটি

সদস্য-সচিব

১৪। নায়ার সুলতানা, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি (বিডিএনএফ) ৪র্থ সংস্করণ হালনাগাদসহ এ ধরনের আন্তর্জাতিক ফর্মুলারিসমূহ অনুসরণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ ফর্মুলারি প্রণয়ন।

(খ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি (বিডিএনএফ) যে কোনো পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা সংযোজন এবং অনুমোদনসহ সকল ধরনের পরামর্শ ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রদান ও উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম অনুমোদন করা।

(গ) এ বিষয়ে পূর্বে গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি (বিডিএনএফ) ৪র্থ সংস্করণ সংক্রান্ত কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা গ্রহণ/কো-অপ্ট সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল ওহাব খান
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ: ১৮ মার্চ ২০১৮

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০০.২০১৭-৯৭—যেহেতু, ডাঃ সুলতানা আখতার (৩২০০৪), সিনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিওলজি), ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ গত ১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ থেকে ২৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ বছর ০১ মাস ১৬ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর দায়ে ১৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০০.২০১৭-৪৯৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১০-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান শেষে ১১-০১-২০১৫ তারিখ হতে ১৫-০১-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিনের প্রস্তুতিমূলক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ফেরার সময় পেট্রোল বোমায় বিপদসঙ্কুল বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিশোরগঞ্জ থেকে ভৈরব এবং ভৈরব থেকে চট্টগ্রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেল পরিভ্রমণ করায় তাঁর পূর্বতন আঘাতপ্রাপ্ত ও অষ্টিওআর্থ্রাইটিস আক্রান্ত হাটুর ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় ছুটি শেষে ফিরতে ব্যর্থ হন।

যেহেতু, তিনি সুস্থ হয়ে কর্মক্ষম না হওয়ায় যোগদান করতে দেরী হওয়ার এক পর্যায়ে জুলাই, ২০১৬ এ কর্মস্থলে যোগদান করতে চাইলে তাঁর একই পদোন্নতি দ্বিতীয় বার আদেশ হওয়ায় সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ যোগদান গ্রহণে অসম্মতি জানান। দ্বিতীয় পদোন্নতির আদেশ বাতিলের আবেদন করলে উক্ত বাতিলের আদেশ পেতে বিলম্ব হওয়ায় বাতিলকৃত আদেশসহ যোগদানের নিমিত্ত ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জে গেলে তাঁর স্থলে অন্য ডাক্তার পদায়নকৃত থাকায় যোগদানপত্র গৃহীত হয়নি। তিনি ২৮ মে ২০১৮ তারিখে সরকারি চাকরি হতে পিআরএল গমন করবেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এবং তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র দাখিল করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সময়ে সময়ে স্থানীয় প্রশাসনকে তাঁর অবস্থান অবহিত করা উচিত ছিল। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।

এমতাবস্থায়, ডাঃ সুলতানা আখতার (৩২০০৪), সিনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিওলজি), ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, ব্যক্তিগত শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করা হল। তাঁর ১১-০১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুরপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭.২০১৭-৯৯—যেহেতু, ডাঃ নাহিদ ফারজানা মৌরী (১৩০৫৩৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ১৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ থেকে ০৬-০৬-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৯৭ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'ডিজারশন' এর দায়ে ১২-১২-২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৭.২০১৭-৪৮৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৩-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি নিয়ে কুয়েত মিশনে স্বামীর সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। পরবর্তীতে পূর্বের ছুটির ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ওএসডি হিসেবে পদায়নপূর্বক তাঁকে বিনা বেতনে আরও ০৫(পাঁচ) মাস অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ছুটি শেষে ১৪-০৮-২০১৬ ইং তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে যোগদানের নির্দেশনা থাকলেও তিনি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থতার কারণে কুয়েতের চিকিৎসক তাকে ০৬ মাস বিশ্রামের পরামর্শ দেন।

যেহেতু, তিনি হাঁপানীর কারণে কুয়েতে সে সময় কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া তাঁর ০৪ বছরের কন্যা সন্তানের মে/২০১৬ সালে চিকেন পক্স (জলবসন্ত) হওয়ায় তিনি বাংলাদেশে এসে চাকরিতে যোগদান করতে পারেননি। এ কারণে তিনি ১৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ হতে ১৪-০৮-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৯৭ দিন কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিত ছিলেন বলে ব্যক্তিগত শুনানির লিখিত বক্তব্যে জানান। তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের আচরণ হবে না বলে অঙ্গীকার করেন।

এমতাবস্থায়, ডাঃ নাহিদ ফারজানা মৌরী (১৩০৫৩৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, ব্যক্তিগত শুনানিকালে তাঁর বক্তব্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করা হল। তাঁর ১৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ হতে ০৬-০৬-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৯৭ দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুরপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মার্চ ২০১৮

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১৭-১০৯—যেহেতু, জনাব সৈয়দ মোঃ মতিউর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), লক্ষীপুর জেলা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালী জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার মামলা নং-২৫, তারিখ: ১৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ এর বিপরীতে পুলিশ কর্তৃক গত ১৯-০২-২০১৫ খ্রিঃ গ্রেফতার হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস(পার্ট-৭) এর বিধি-৭৩ মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৪-২০১৫ খ্রিঃ ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৭.২০১৫-১২৯ নং আদেশমূলে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, নোয়াখালী গত ২০-০৮-২০১৭ খ্রিস্টাব্দের আদেশে উক্ত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগের দায় হতে তাঁকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন;

এমতাবস্থায় জনাব সৈয়দ মোঃ মতিউর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), লক্ষীপুর জেলা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী বিভাগ, নোয়াখালীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৪-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৭.২০১৫.১২৯ নম্বর আদেশে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন শৃংখলা-২ শাখার ১৭-০৮-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০৭.২০১৫-২২৮ নম্বর স্মারকে অসদাচরণ এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

আদেশ

তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৮

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৯.২০১৭-১১৭—যেহেতু, ডাঃ শামরিন সুলতানা (১৩০২৩৯), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তানোর, রাজশাহী গত ২০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' এর দায়ে ০৫-০৭-২০১৭ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.৩৯.২০১৭-২৯০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাবের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বিভাগীয় মামলার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না বিধায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরী হতে অপসারণ' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শামরিন সুলতানা (১৩০২৩৯), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তানোর, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি চাকরির নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। তাঁর ০৮-০৪-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৭-১০-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ২০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতকালকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-২ শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৮

নং ৫৯.০০.০০০০.১১০.১৫.০০১.১৭-১১৮—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জাতীয় বেতনস্কেলের ৫ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন/চলতি দায়িত্ব এবং সংযুক্তি প্রদানের বিষয়ে নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হ'ল :

সভাপতি

(ক) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(খ) অতিরিক্তি সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(গ) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(ঘ) অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ও আইন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সদস্য সচিব

(ঙ) যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

এই কমিটি নিয়মিত সভা করে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে কর্মরত জাতীয় বেতনস্কেলের ৫ম গ্রেডভুক্ত ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি/পদায়ন/চলতি দায়িত্ব ও সংযুক্তি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করবে।

ফৌজিয়া খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নির্মাণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ মার্চ ২০১৮

নং ৪৫.০০.০০০.১৬৭.৯৯.০১৯.১৮-১৫২—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের চর কালিকাপুরে নির্মাণাধীন ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নাম "চর কালিকাপুর শেখ করিমুন নেছা ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র" হিসেবে নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী আকবর
উপসচিব।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৪/১২ এপ্রিল ২০১৮

নং ৪৫.১৬২.১০৫.০০.০০.০২৯.২০১৮-২৪৩—'দি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩' (রাষ্ট্রপতির ১৯৭৩ সালের ২নং আদেশ)-এর আর্টিকেল ১০(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এতদ্বারা বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব হাফিজ আহমেদ মজুমদার-কে ২য় মেয়াদে পরবর্তী ৩(তিন) বছরের (০৮-০৪-২০১৮ থেকে ০৭-০৪-২০২১ খ্রিঃ) জন্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
যুগ্মসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ বৈশাখ ১৪২৫ বঃ/৩০ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০২.১৮-১৬১—যেহেতু, জনাব আমিনুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা), খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় বার্ষিক মেরামত ও সংরক্ষণভুক্ত (এপিপি) ৩৮টি কাজ ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড উইথ এডিযোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৬-০৩-২০১৮ তারিখ কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং ১৬-০৪-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ছোট ছোট ৩৮টি কাজ ই-টেন্ডারিং না করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদন নিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। এছাড়া অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে চাকরি জীবনের প্রথম অপরাধ বিবেচনায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন মর্মে অংগীকার করেন;

সেহেতু, জনাব আমিনুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (সাবেক খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগ), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ভবিষ্যতে সতর্কতার সহিত বিধি বিধানের আলোকে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশসহ ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-৩)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০২.১৭-৫৪৮—০৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ/ ২৪ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ১২(বার)টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হলো :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	বালাগঞ্জ ডি. এন. উচ্চ বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট
২.	রামসুন্দর অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ, সিলেট
৩.	কিশোরীগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
৪.	নবীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫.	আহসান উল্লাহ মেমোরিয়াল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ
৬.	খোকসা জানিপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খোকসা, কুষ্টিয়া
৭.	দেবহাটা বি. বি. এম. পি. ইনস্টিটিউশন, দেবহাটা, সাতক্ষীরা
৮.	লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল
৯.	চিতলমারী এস. এম. মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, চিতলমারী, বাগেরহাট
১০.	আলমডাঙ্গা বহুমুখী মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,
১১.	শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
১২.	কাজদিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপসা, খুলনা

২। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কোন শিক্ষক অন্যত্র বদলি হতে পারবেন না।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।